নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করি

সজাগ

সজাগসাথী

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ বিষয়ক আলোচনা সভা সহায়ক

christian aid নারীপক্ষ SNV
Connecting People's Capacities

আত্মবিশেষণ

আমি কে?

সম্পর্কের বিবেচনায়

- মা, স্ত্রী,বোন,মেয়ে
- ননদ,ভাবী,শ্বাশুড়ি,খালা,ফুপু
- নানী,দাদী ইত্যাদি।

পেশা ও ক্ষমতা বিবেচনায়

- নারী শ্রমিক
- কর্ম জীবি নারী
- অপারেটর
- হেলপার
- পিসি কমিটির সদস্য
- সেইফটি কমিটি সদস্য ইত্যাদি

নিজের কাছে কি হিসেবে পরিচিত?

- শ্রমিক
- নারী
- মানুষ

আমার চাওয়া গুলোঃ

- বেঁচে থাকা
- সন্তনের লেখা পড়া করানো
- পরিবার-সমাজ ও কর্মস্থলের ব্যক্তিদের খুশি রাখা
- শরীর ও চাকুরীর নিরাপত্তা
- পরিবার-সমাজ ও কর্মস্থলে নিজের সম্মান রক্ষা ও সম্মান পাওয়া।

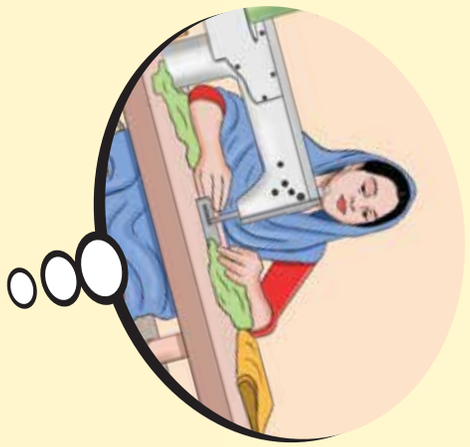

নারীর প্রতি পরিবার, সমাজ ও কর্মস্থলের মনোভাব

পরিবারের মনোভাব

- আমি পরিবারের বোঝা
- আমার মতামত মূল্যহীন
- আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ারঅধিকার বাবা-ভাই, কিংবা স্বামী
- আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বোঝা নামাতে হবে।

সমাজের মনোভাব

- কর্মজীবি মেয়েরা খারাপ ও চরিত্রহীন
- অশীল মন্তব্য করা, যেমন-সাজুগুজু করে পুরুষকে খুশি করতে যায়
- এমন মেয়ে বিয়ে করা যাবে না
- বখাটেরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়

ইত্যাদি।

কর্মস্থলের মনোভাব

- শারীরিক নির্যাতন এবং মানসিক চাপে না রাখলে ভালোভাবে কাজ করবে না
- এদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমস্যা নেই
- দেখতে সুন্দর না হলে চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া যাবে না
- শরীরে হাত দিয়ে কথা বলা
- মিথ্যা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা

নারী পুরুষের সম্পর্ক (জেন্ডার)

শারীরিক বৈশিষ্টছাড়া ও সামাজিক কিছু নিয়মনীতি, প্রথা,কাজের (যেমন পোশাক, কাজ, খেলনা) আলোপক আমরা নারীএবং পুরুষ কে চিহ্নিত বা চিনে থাকি। এটাই নারী পুরুষ সম্পর্ক (জেন্ডার)। অর্থাৎ সহজ ভাবে বলতে গেলে সামাজিক নিয়মনীতি, সামাজিক চোখদিয়েনারী ও পুরুষকে দেখা বা চিহ্নিত করা বা পার্থক্য করা হলো নারী পুরুষ সম্পর্ক (জেন্ডার)।

নারী পুরুষ সম্পর্কে শারীরিক ও সামাজিক তুলনামূলক আলোচনা বা পার্থক্য

শারীরিকপার্থক্য

- প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট
- প্রাকৃতি গত ভাবে সৃষ্ট নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য
- পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম
- ইচ্ছা করলেই পরিবর্তন করা যায় না

সামাজিক পার্থক্য

- সামাজিক ভাবে সৃষ্ট
- সমাজ দ্বারা সৃষ্ট পার্থক্য
- এক একজায়গায় এক একরকম
- পরিবর্তনশীল

কাজের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সম্পর্কের প্রভাব

নারীরকাজ	পুরুষের কাজ	উভয়ের কাজ
☒ বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া	☒ গাড়ি চালানো	☑
☒ বাচ্চাকে গোসল করানো	☒ হিসাব-নিকাশ করা	☑
☒ রান্না করা	☒ বাজার করা	☑
☒ ঘর মোছা, ঘর ঝাড়ু, ঘর গোছানো	☒ ইট ভাটায় কাজ করা	☑
☒ বাজার করা	☒ ব্যাংক এর কাজ	☑
☑ সন্তান জন্ম দান ও সন্তানকে স্তন পান করানো		

নারী পুরুষ সম্পর্কে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

- নারী কম বোঝে, বুদ্ধি কম কিন্তু পুরুষের বুদ্ধি বেশি এবং বেশি বোঝে
- নারীর প্রধান কাজ হচ্ছে সন্তান জন্মদান,লালন-পালন,রান্না ও গৃহস্থালীর কাজ করা আর পুরুষের রোজগার করা।
- পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ
- নারী লোভী ও ছলনাময়ী
- নারী তার নিজের উপার্জনের অর্থ ব্যাবস্থাপনায় খুবই দুর্বল, এই জন্য নারীর উপার্জনের অর্থ পরিবারের পুরুষ সদস্যের হাতে দিতে হবে।
- সুপারভাইজার পদের দায়িত্ব বেশি,তাই এ পদে নারীরা কাজ করতে পারবে না।
- নারীদের বেশি লেখা পড়ার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি।

কর্মস্থলে নারীর প্রতি বৈষম্য

নারী হওয়ার কারণে পুরুষের তুলনায় অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থেকে নারী কে বঞ্চিত করাবা কম দেয়া হলো বৈষম্য।

কর্ম পরিবেশের বাস্তবতাঃ কেমন আছে নারী শ্রমিক?

তৈরি পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের হার পুষের তুলনায় বেশি। তবুও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যথাযথ মনোযোগের ঘাটতি রয়েছে। রাষ্ট্র,সমাজ ও পরিবারে নারীর প্রতি বৈষম্য,নিপীড়ন, নির্যাতন, যৌন হয়রানী বিরাজমান।

কর্মস্থলে পুষের তুলনায় নারীর অধিক নিরাপত্তাহীন

- ছোট-বড় দুর্ঘটনার শিকার
- দুর্ঘটনায় ভীত হয়ে কাজ করার মানসিক ক্ষমতা হারানো।
- কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে চাকরি হারানো।
- দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু।

কর্মস্থলের বৈষম্য

- নিয়োগ বৈষম্য
- পদোন্নতির বৈষম্য
- প্রশিক্ষণের সুযোগ স্বল্পতা
- অসদাচরণ এবং যৌন হয়রানী
- টয়লেট ব্যাবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

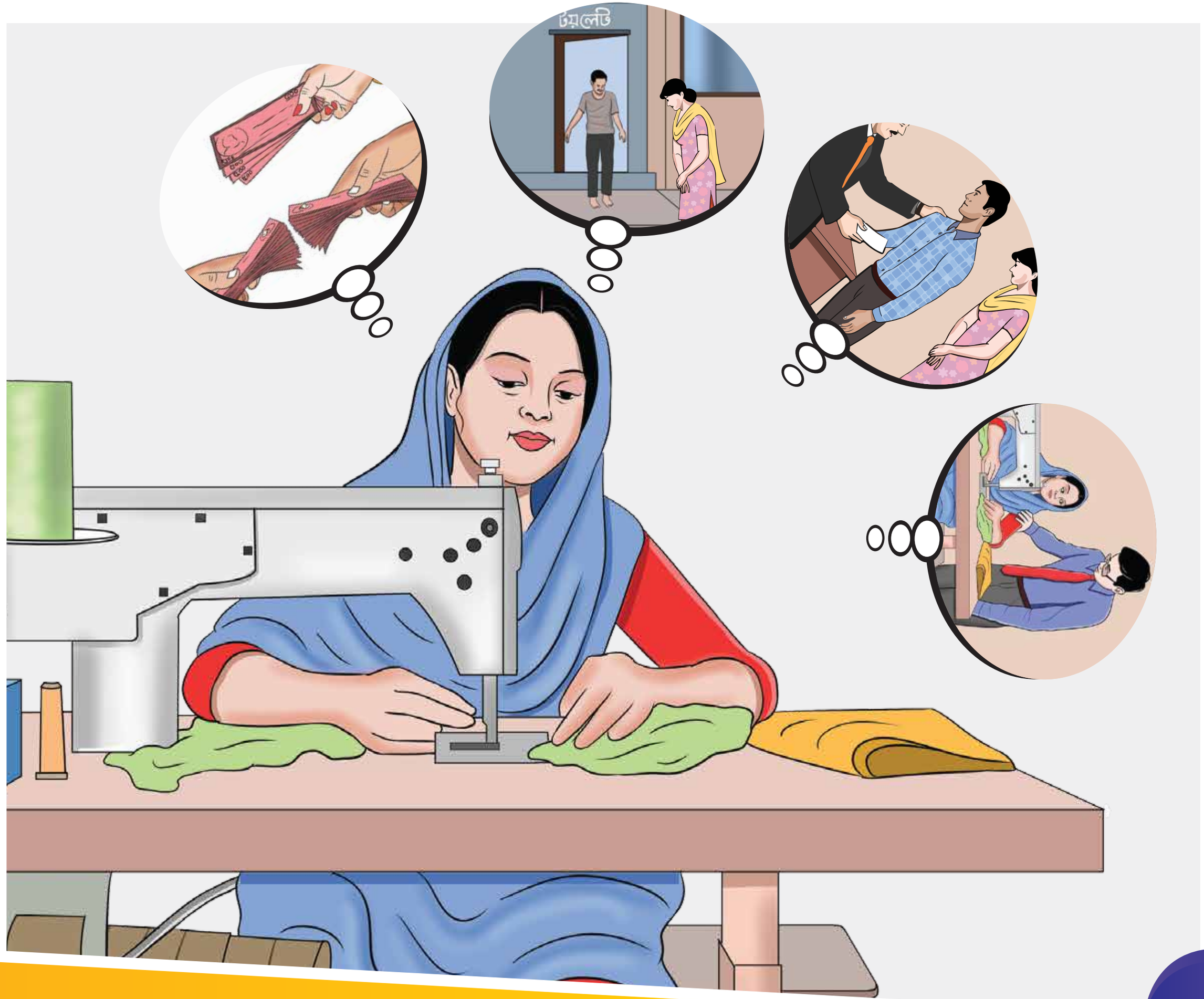
টয়লেট

নারীর উপর সহিংসতা

সহিংসতাঃ

শুধুমাত্র নারী হিসেবে জন্মগ্রহণের কারণে,নারী যেভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, আক্রমণ, হুমকি ও আঘাতের শিকার হয়, তাই-ই নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন।

সহজভাবে বলা যায়-ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার দ্বারা কোনো নারী যদি কোন প্রকারের শারীরিক, মানসিক,যৌন ও অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক বা আঘাতজনিত আচরণের শিকার হয়, তাহলে তা হবে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ।

সহিংসতা ও নির্যাতনের ধরণ

১। শারীরিক নির্যাতনঃ

শারীরিক নির্যাতন বলতে শরীরে আঘাত করা, ব্যাথ্যা দেওয়াকে বুঝায়,যারফলে নারী ও শিশুর জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা হওয়ার আশংকা থাকে। যেমনঃ

- মারধোর
- চড় থাপ্পরমারা- ধাক্কা দেয়া
- গলা চিপে দেয়া

২। মানসিক নির্যাতন

মানসিক নির্যাতন বলতে মনে আঘাত করে কথা বলা, কোন আচরণ করা কে বুঝায় যেমন-

- গালমন্দ করা
- অপমান করা
- হেয় করে কথা বলা
- বিরক্ত করা

৩। যৌন নির্যাতন

যৌনইছা পূরণ করার জন্য নারীর সাথে যে আচরণ ও আক্রমনকরা হয় তাকে যৌন নির্যাতন বলে যেমন-

ধর্ষণ

দলবদ্ধ ধর্ষণ

ধর্ষণের চেষ্টা

উত্যক্ত করা

প্রতারণামূলক বিয়ে বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন

৪। আর্থিক ক্ষতিঃ

আর্থিক নির্যাতন হলো সম্পদ থেকে বঞ্চিতকরা, ভোগ করতেনা দেওয়া যেমন-

যৌতুক দাবী করা

বেতনের টাকা কেড়ে নেয়া,গয়না, সম্পত্তি ভোগ করতেনা দেওয়া, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঁধা।

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন

শারীরিক ও মানসিক যে কোন ধরণের আপত্তিকর যৌন আচরণই যৌন নিপীড়ন বা নির্যাতন। নারীরা নানাভাবে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়। যেমনঃ বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং মানসিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা। এ ছাড়া যৌন হেনস্থা করা, প্রতারণার মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন,পাচার করে জোর পূর্বক যৌনকাজে লিপ্ত করা- এ ধরণের সকল আচরণই যৌন নিপীড়ন।

যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ধরণঃ

- খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো
- অশালীন বা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে কারো সৌনদর্যের প্রশংসা করা
- অশীল মন্তব্য করা কিংবা দেয়ালে বা কাগজে লেখা
- ই-মেইল, এসএমএস, টেলিফোনে-মোবাইলে বিরক্ত করা।
- কাউকে পোর্নোগ্রাফি বা অশীল স্থির বা ভিডিওচিত্র পাঠানো।
- পর্ণগ্রাফি দেখতে বাধ্য করা।
- আপত্তিকর ছবি তুলে বা ভিডিও করে তা ওয়েবসাইটে ছেড়ে দেওয়া।
- নানাভাবে লোভ বা ভয় দেখিয়ে শরীরে হাত দেয়া
- ফুসলিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা
- যৌন প্রস্তাবে রাজি না হলে মারধোর করা, হেনস্থা করা।
- ধর্ষণ

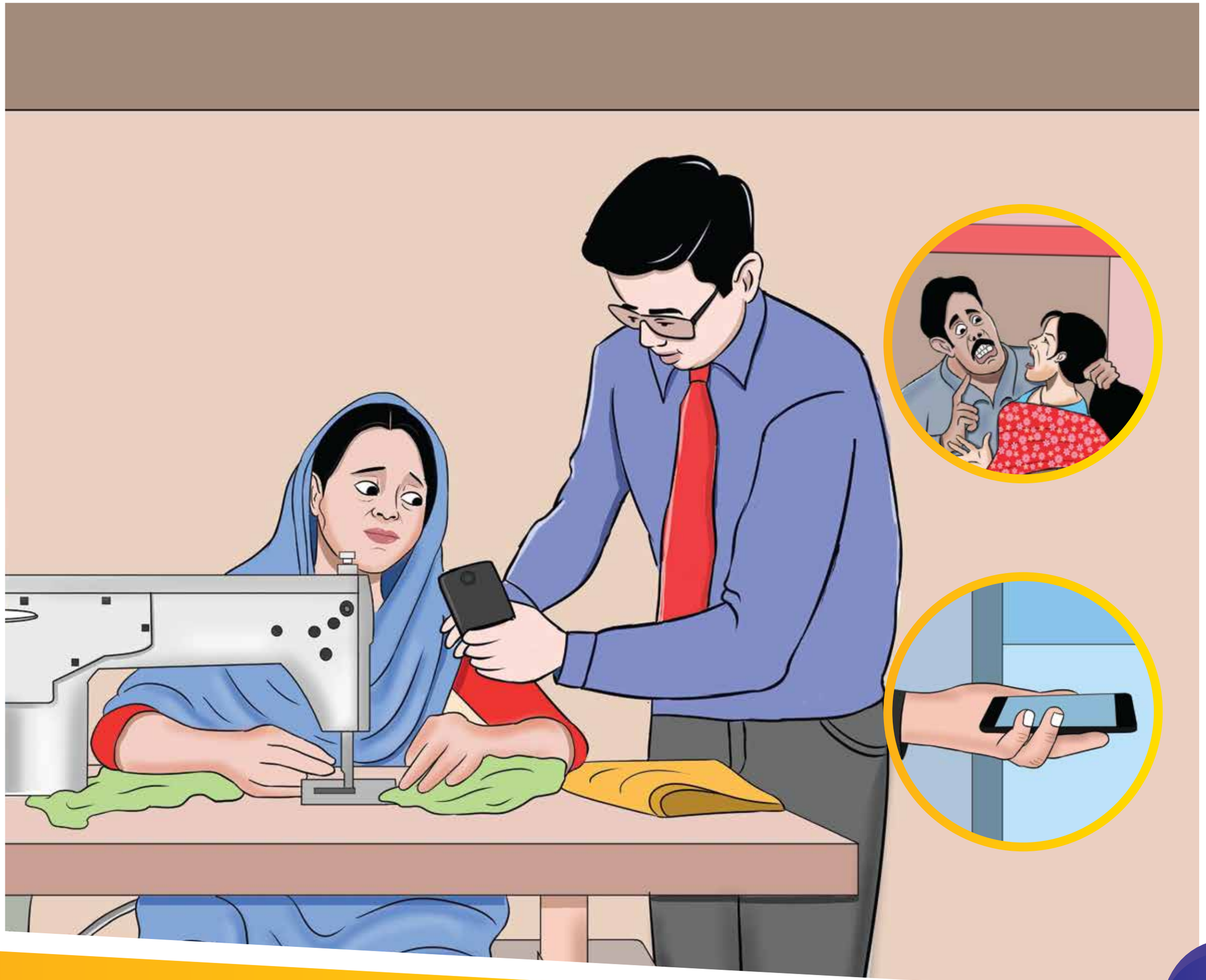

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানির ধরণ

- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরপ্রতিসহিংসতাওযৌনহয়রানিরধরণ
- কর্মজীবিনারীরপ্রতিসহিংসতা ও যৌনহয়রানির ক্ষেত্র
- কর্মস্থল
- চলাচলের রাস্তা ও পরিবহন এবং মার্কেট
- বসবাসের স্থল ইত্যাদি।

কৌশলে কর্মরত নারীর প্রতি যে সকল যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে থাকে –

- যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা
- মারধর করা
- যৌনতাপূর্ণ বাক্যালাপ
- বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন
- শরীরের স্পর্শ করা বা বিভিন্ন অযুহাতে
- শরীরে হাত দেওয়া
- আপত্তিকর দৃষ্টি বা চাহনি হাত ধরা,
- কাঁধে হাত রাখা
- বেড়াতে যাওয়া বা সিনেমা দেখার
- প্রস্তাব দেওয়া
- দুর্নাম রটানোর ভয় দেখানো বা দুর্নাম
- রটিয়ে দেওয়া
- মোবাইলে অশ্লীল এসএমএস দেওয়া
- ছবিবিকৃত করে দেখানো
- ভিডিওকরাইত্যাদি।

পরিবহন ও চলাচলের রাস্তা এবং মার্কেটে সহিংসতা ও যৌন হয়রানির ধরন

- পরিবহন ও চলাচলের রাস্ত াএবং মার্কেটে সহিংসতা ও যৌনহয়রানি রধরন
- পরিবহনে ওঠা–নামার সময় শরীরে হাত দেওয়া
- চলাফেরার সময় ধাক্কা দেওয়া ও শরীর স্পর্শ করা
- ধর্ষণ ও হত্যা
- অশালীন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন
- অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করাইত্যাদি।

বসবাস স্থলে সহিংসতা ও যৌনহয়রানির ধরন

- প্রতিবেশি বা বাসবাস স্থানের মালিকের দ্বারা শারীরিক নির্যাতন
- ধর্ষণ ও হত্যা
- শালীন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন
- জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে পড়ে দুর্নাম রটানোর ভয় দেখানো
- ভিডিও ধারণ
- অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা, ইত্যাদি।

নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌনহয়রানির ফলাফল

- মনোসামাজিক সংকট বা সমস্যা তৈরি হয় যেমন- মেজাজ খিটখিটে হওয়া, দুর্ব্যবহার করা,
- অবিশ্বাস প্রবণতা বেড়ে যাওয়া, আতঙ্কে থাকা, কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারে না,অসুস্থ'
- হয়ে পড়া, ঘুম না আসা, ভয়ে ভয়ে থাকা, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ' হয়ে পড়া;
- শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া
- সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া
- হতাশা
- আত্মহত্যার প্রবণতা
- চাকুরী চলে যাওয়া;
- চাকুরী ছেড়ে দেওয়া
- পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- প্রতিনিয়ত কুপ্রস্তাব পাওয়া
- "দুঃশ্চরিত্র" হিসেবে চিহ্নিত হওয়া।
- কাজের গুণগতমান হ্রাস পাওয়া; ইত্যাদি।

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা

যৌন হয়রানি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট ১৪ মে ২০০৯ একটি দিক নির্দেশনা মূলক নীতিমালা প্রনয়ন করে। এই নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌনহয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা, যৌন হয়রানির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং যৌনহয়রানিকে একটি শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে গন্য করা। মহামান্য হাই কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যত দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রনয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ ও পালন করা হবে।

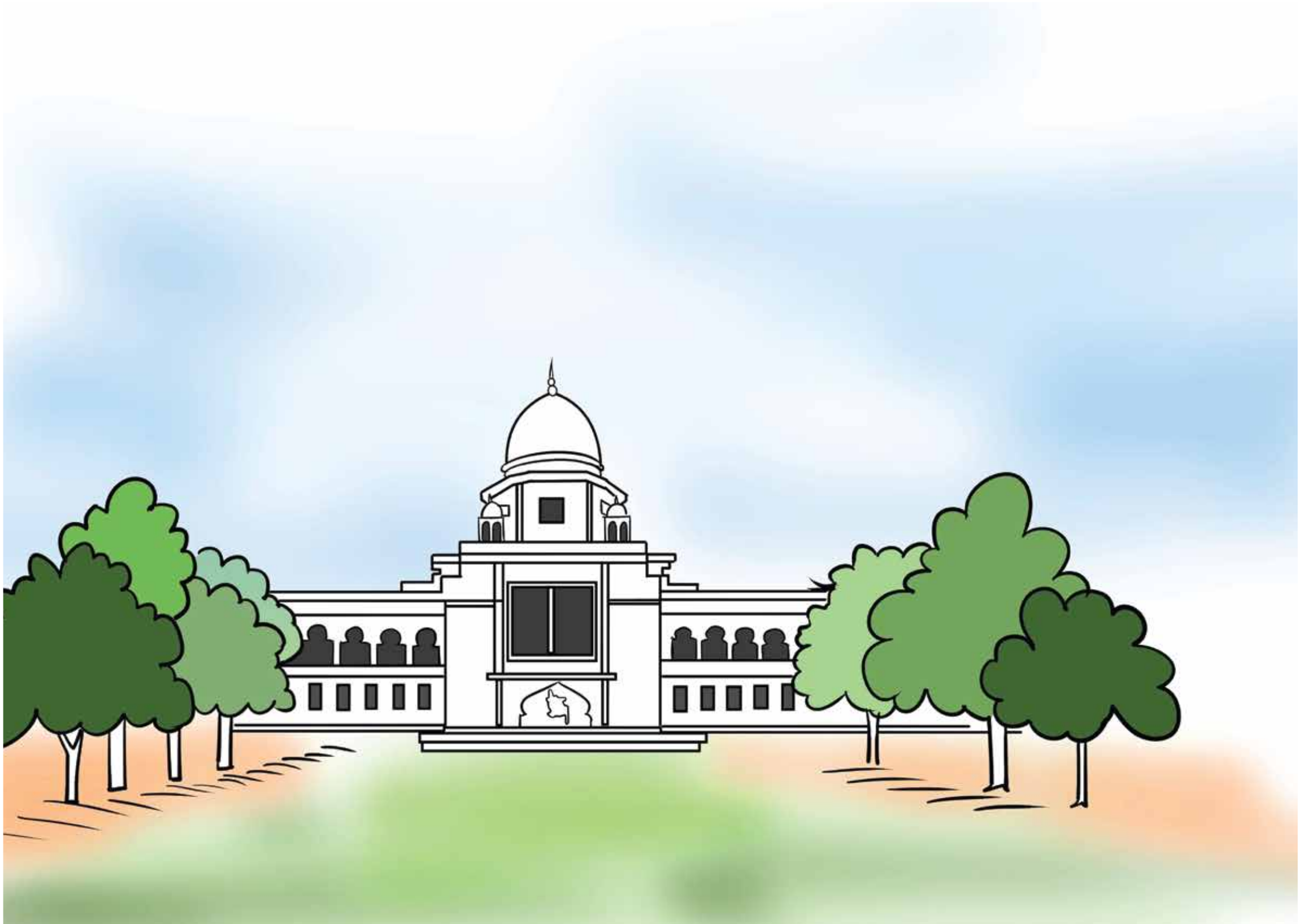

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন বন্ধ করণে নিয়োগ দাতা প্রতিষ্ঠানের করনীয়

- কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য, যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন বন্ধকরণের লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা
- কর্মীদের যথাযথ ধারনা প্রদান করা
- কাউন্সেলিং এর ব্যাবস্থা রাখা
- সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে যৌন অপরাধ, মৌলিক অধিকার ও লিঙ্গীয় সমতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনা বের করা এবং সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা
- যৌন হয়রানি বন্ধকরণে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করা
- যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে শৃঙ্খলামূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা
- যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করা
- তদন্তকালে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সকল তথ্য গোপন রাখতে হবে
- গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে।

যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি

- অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে
- অভিযোগকারী নিজে অথবা তার কোন আত্মীয়, বন্ধু অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে কিংবা ডাকযোগে অভিযোগ করতে পারবেন
- অভিযোগকারী স্বাধীনভাবে অভিযোগ কমিটির নারী সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন

ভুক্তভোগী/ নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ

সহিংসতা ও যৌনহয়রানি থেকে সুরক্ষারজন্য ভুক্তভোগী/নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা চালু রয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠান গুলো চিহ্নিত করা হলো–

- থানা ও পুলিশফাঁড়ি
- আদালত
- জেলাআইনসহায়তাকমিটি
- উপজেলা ও জেলা মহিলা বিষয়ক
- কর্মকর্তারকার্যালয়
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)
- ন্যাশনাল হেল্প লাইন-১০৯
- ভিক্টিমসাপোর্ট সেন্টার
- ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিল
- শুদ্ধিকরণ কেন্দ
- আশ্রয় কেন্দ্র
- সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকায় কাউন্সিলর
- ও কাউন্সিলরের কার্যালয়
- পৌরসভা
- ইউনিয়ন পরিষদ
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি
- অংশ গ্রহণ মূলক কমিটি
- মোবাইল কোর্ট ও উপজেলা পরিষদ
- স্থানীয় প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক
- স্থানীয় বেসরকারি ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী
- সংস্থা ইত্যাদি।
- ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কল সেন্টার- ৯৯৯

সজাগ সাথীর নেতৃত্ব ও কার্যাবলী

সজাগ সাথীর নেতৃত্ব ও কার্যাবলী

সহিংসতা ও যৌনহয়রানি প্রতিরোধে সজাগ সাথীর নেতৃত্ব বলতে, নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং প্রতিকারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে ভুক্তভোগী ও তার পরিবার এবং সমমনাদের সংগঠিত করে তাদের পরিচালনা করা বুঝায়। এক্ষেত্রে নেতা হিসেবে সজাগসাথী যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করবেন–

"সজাগসাথী"র কর্মপরিধি :

১. সহিংসতার ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা/ কারখানা/ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং নারীপক্ষে প্রেরণ করা
২. যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠনে কারখানাকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং ক্ষেত্রমত কমিটিকে সক্রিয় করবে এবং ঘটনায় পদক্ষেপের প্রয়োজনে তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করবে;
৩. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি, সচল এবং কার্যকর রাখবে;
৪. ভুক্তভোগীকে সাহস ও শক্তি জোগাবে;
৫. ভুক্তভোগীকে দায়ী করার প্রচলিত প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিবেএবং অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে;

৬. ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি, সহায়ক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়য়ে লিখিত ও মৌখিক প্রতিক্রিয়া জানাবে (বিবৃতি);

৭. ভুক্তভোগীকে তাৎক্ষনিক শারিরীক, মানসিক ও আইনী সেবা পেতে সহায়তা করা ও পরামর্শ প্রদান;

৮. ভুক্তভোগীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, মানসিক সহায়তা করা ও আস্থা অর্জন করবে;

৯. কারখানায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া ও ভুক্তভাগীর স্বার্থে কাজ করা, সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে আলোচনা ও দেনদরবার করবে;

১০. ভুক্তভোগীকে আইনী সহায়তা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে দিবে ও মামলার ফলোআপ করবে;

১১. লিগ্যাল এইড ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করবে;